গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

নেপাল ঃ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব কোন পথে

নেপালের যুবসমাজ হঠাৎ দাবানলের মতো জ্বলে উঠল কেন? কী করে তাদের মধ্যে এত ক্ষোভের বারুদ জমা হল যে, তারা পার্লামেন্ট ভবনে আগুন লাগিয়ে দিল? আগুন লাগানো হল সুপ্রিম কোর্টেও। জনরোষ এমন আছড়ে পড়ল যে, ভস্মীভূত হয়ে গেল শাসকদলের নেতা, মন্ত্রীদের বাড়ি। যুব সমাজের ক্ষোভের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি সহ গোটা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। হিমালয়ের কোলে এই ছোট্ট দেশটিতে আপাত শান্ত মানুষের বুকের ভেতরে এত ক্ষোভ যে জমা হয়েছিল, বহির্জগত কি আদৌ বুঝতে পেরেছিল? লাভা উদগীরণ না হলে বাইরে থেকে যেমন বোঝা যায় না আগ্নেয়গিরির ভেতরে কী প্রবল আলোড়ন চলছে, নেপালের যুব বিক্ষোভ অনেকটা সেই রকম।

এই ক্ষোভের কারণ কী? ওলি সরকার ২৬টি সামাজিক মাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর বিরুদ্ধে 'জেগে ওঠো নেপাল' স্লোগান তুলে ৮ সেপ্টেম্বর পথে নামে যুবসমাজ। বিক্ষোভ প্রবল আকার নেয়। সরকার যুব সমাজের দাবি শোনার পরিবর্তে স্বৈরশাসকের মতো নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৯ জন যুবককে হত্যা করে। এই হত্যা যুবকদের প্রতিবাদী সত্তাকে আরও তীব্র করে। পরদিন ৯ সেপ্টেম্বর আবার পথে নামে যুবসমাজ, আরও বেশি সংখ্যায়, আরও বিক্রমে। সরকার আবারও গুলি চালায়। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪। আহত শত শত। সরকারের এই দমননীতি যুব সমাজের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালে। তার লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে বিভিন্ন সরকারি ভবন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে মন্ত্রীরা একে একে পদত্যাগ করতে শুরু করেন। ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কায় এ ভাবেই গণবিক্ষোভ আছড়ে পড়েছিল। গত বছর বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকার ভেঙে পড়েছিল। তারই পুনরাবৃত্তি দেখা গেল নেপালে। নেপালে আপাতত অন্তবর্তী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেও সে দেশ কার্যত সেনা শাসনের আওতায়।

ক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণ সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলেও এটাই সব নয়। যুব

দুয়ের পাতায় দেখুন

তিনের পাতায়

নেপালের তরুণ প্রজন্মের রক্তদানকে সম্মান দেখাতে হবে

নেপালে যুব বিদ্রোহ দমনে সরকারি বর্বরতার তীব্র নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ নেপালের সাম্প্রতিক যুব বিদ্রোহ দমনে সরকারি বর্বরতার নিন্দা করে ৯ সেপ্টেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ২০০৮-এর মে মাসে নেপালে কুখ্যাত রাজতন্ত্র উৎখাতের পর গত ১৭ বছরে ১৩টি সরকার এসেছে। সমস্ত সরকার বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বুর্জোয়াদের সেবা করেছে, তারা কেউই জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে

চারের পাতায় দেখুন

এসআইআর-এর নামে প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দিল্লিতে দলের বিক্ষোভ। যন্তরমন্তর। ৮ সেপ্টেম্বর

ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে কৃষক বিক্ষোভ রাজ্য জুড়ে

কৃষক ও খেতমজুর জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা, বিশেষ করে ধান, পাট, আলু, টমেটো ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন খরচের দেড়গুণ হারে এমএসপি, লাগানো স্মার্ট মিটার খুলে নেওয়া ও বিদ্যুৎ মাশুল কমানো, খরা-বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জব কার্ডে গ্রামীণ মজুরদের ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি, কৃষিঋণ মকুব, গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন, কর্পোরেট স্বার্থে তৈরি খসড়া কৃষি বিপণন নীতি ও বিদ্যুৎ বিল ২০২৩ বাতিল এবং নাগরিকদের বেনাগরিক করার চক্রান্ত এসআইআর বাতিলের দাবিতে ৮ সেপ্টেম্বর জেলায় জেলায় ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ-

চারের পাতায় দেখুন

খাদান শ্রমিকদের মৃত্যুর তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি

বীরভূমের নলহাটি ১নং ব্লকের বাহাদুরপুর পাথর খাদানে ১২ সেপ্টেম্বর খনন চালানোর সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ধসে ৬ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। আরও ৩ জন শ্রমিকের অবস্থা সংকটজনক এবং বহু শ্রমিক আহত হন। এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি এবং নিহত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, এই পাথর খাদানে বেশি মুনাফার লোভে মালিক শ্রমিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না রেখে কাজ করানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা মৃত ও আহত শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

খাদান শ্রমিকদের মর্মান্তিক মৃত্যুর তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে কলকাতায় এআইইউটিইউসি-র মিছিল। ১৩ সেপ্টেম্বর

পরিবর্তন সম্ভব কোন পথে

একের পাতার পর

মন দীর্ঘদিন ধরে বারুদের মতো হয়ে না থাকলে, এই একটি নিষেধাজ্ঞা এই ভাবে তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামাতে পারত না। তা হলে কী সেই কারণ, যা যুব সমাজকে বারুদের স্তূপে পরিণত করেছিল? সেটা বুঝতে গেলে তাকাতে হবে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর। দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেপাল ২০০৮ সালে রাজার শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রের শাসন। আসলে যা আদ্যোপান্ত একটি পুঁজিতান্ত্রিক শাসন। ১৭ বছরে সেখানে ১৩ বার সরকার বদল হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলগুলির মধ্যে গদি দখলের লড়াইয়ে বারবার সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী যখন যে নামেই এই সংসদীয় দলগুলি গদিতে বসুক না কেন, তাদের ভূমিকা ছিল একই রকম দুর্নীতিগ্রস্ত ও জনবিরোধী। পুঁজিবাদী শাসন অন্যান্য দেশে যে ভাবে বৈষম্য বাড়িয়েছে, দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে, বেকারত্ব দূর করতে ব্যর্থ হয়েছে, নেপালেও ঠিক তাই ঘটেছে।

১৭ বছরের পুঁজিবাদী শাসনে নেপালে ধনী-গরিব বৈষম্য তীব্র আকার নিয়েছে। ২০২২ সালের তথ্য অনুযায়ী, নেপালে বেকারত্বের হার ১২.৫ শতাংশ। এর মধ্যে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবকদের বেকারত্ব সর্বাধিক— ২২.৭ শতাংশ। গ্রামে বেকারত্বের হার ২০ শতাংশের বেশি। বাস্তবে যুবকদের একটা বিরাট অংশ দেশে কাজের আশাই ছেড়ে দিয়েছে। তারা চলে যাচ্ছে বিদেশে। নেপালে প্রতি ৪ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন বিদেশে গেছে কাজের সন্ধানে। পুরুষের অবর্তমানে নারীরাই বাড়ির কর্ত্রী, এমন পরিবারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩.৬ শতাংশ, ২০২২-২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭.১ শতাংশ। নেপালের শ্রমশক্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এ ভাবে পরিযায়ী হিসেবে বিদেশে যেতে বাধ্য হয়েছে (দি হিন্দু, ১১ সেপ্টেম্বর)।

গ্রামের যুবকদের মধ্যে বিদেশে যাওয়ার হার খুব বেশি। গ্রামের শ্রমশক্তির ২০ শতাংশ বাড়ির বাইরে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় এই হার ৮.৭ শতাংশ। ২৫-২৯ বছর বয়সী ৫৬ শতাংশ পুরুষ পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাড়ি ছেড়েছে। বাস্তবে এদের পাঠানো টাকাতেই সংসার চলছে। নেপাল থেকে যারা বিদেশে কাজ করতে গেছে তাদের টাকাতে শুধু পরিবার নয়, দেশ চলছে। বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো পরিবার ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ২৩.৪ শতাংশ। ২০২২-২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬.৮ শতাংশ। নেপালের মোট আয়ে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানোর পরিমাণ ৩৩ শতাংশ। তথ্য দেখাচ্ছে, কাতার, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রভৃতি দেশ কর্মসংস্থানের জন্য নেপালি যুবকদের পছন্দের গন্তব্য।

এই অবস্থায় প্রশ্ন তো উঠবেই, দেশের সরকার কাজ দিতে পারছে না কেন? সুস্থ ভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তুলবে, এ কেমন অর্থনীতি বেঁচে থাকার জন্য একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না, বরং ক্রমাগত বৈষম্য বাড়ায়? এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশাসনের নিচু থেকে উঁচুতলা পর্যন্ত প্রবল দুর্নীতি, ঘুষ না দিয়ে কাজ করানোটাই অর্থাৎ সরকারি পরিষেবা পাওয়াটাই হয়ে উঠেছে দুষ্কর। এই অপশাসন স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল।

রাজার দীর্ঘ অপশাসন এবং তারপরে ১৭ বছরের পুঁজিবাদী শাসনে মানুষের অবস্থা ক্রমাগত দুঃসহ হয়ে উঠেছে। মানুষ এর থেকে মুক্তি চাইছে। এই ক্ষোভের মধ্যে রয়েছে বৈষম্য থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। বছর তিনেক আগে শ্রীলঙ্কাতে সরকার উচ্ছেদের যে গণজাগরণ ঘটল, তারও মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি। এই অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে গণবিক্ষোভ চলছে ফ্রান্সে। গণবিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে ইন্দোনেশিয়া। ২০১০-এ আরব বসন্ত শুরু হয়েছিল টিউনিশিয়ার বিদ্রোহের আগুন থেকে, ছড়িয়েছিল অনেক দেশে। খোদ আমেরিকাতে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন হল। সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশেই এই চিত্র। এগুলি থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে, তা হল পুঁজিবাদ আর মানুষের জীবনের সংকট সমাধান করতে পারছে না। বরং প্রতি মুহূর্তে সংকটের জন্ম দিয়ে চলেছে। অবশ্য শুধু অর্থনৈতিক সংকটই নয়, নৈতিক সংকটকেও তা ক্রমাগত গভীরতর করে তুলছে।

বিকল্প কী? বিশ্বের সর্বত্র চলছে এই বিকল্পের সন্ধান। পুঁজিবাদের বিকল্প উন্নততর পুঁজিবাদ, এ সব অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা কথা আর মানুষকে ভোলাতে পারছে না। পেট বড় বালাই। সে পরিবর্তন চাইছে। এই পরিবর্তন আসবে কী করে? বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সমাজে শ্রমিক-চাষি-শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বারবার গমকে গমকে আসতে চাইবে, গমকে গমকে ফেটে পড়তে চাইবে, সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ফুলে উঠে বারবার বলতে চাইবে— এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই। মানুষের মগজের কাছে, মানুষের কাছে আবেদন করতে চাইবে— বিপ্লব আমি চাই। কিন্তু, বিপ্লব ততদিন হবে না, বারবার সে ফিরে যাবে, বিপথগামী হয়ে ফিরে যাবে, বারবার তার দ্বারা প্রতিক্রিয়া লাভবান হবে— বিপ্লব হবে না, যতদিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী পার্টির আবির্ভাব হবে।'

নেপালের সংগ্রামী জনগণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের হাঁটতে হবে আরও পথ। সে পথ পুঁজিবাদ বিরোধিতার পথ। পরাজিত রাজতন্ত্র মাথা তোলার চেষ্টা করবে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নানা প্রভাব খাটিয়ে এই আন্দোলনকে বিপথগামী করার চেষ্টা করবে। সে সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে জনগণকে।

নেপালের এই ঐতিহাসিক ছাত্র-যুব উত্থান দেশের সর্বস্তরের শোষিত মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে। ওলি সরকারের অন্যতম শরিক মাওবাদী কেন্দ্র এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্প্রতি প্রতিবাদে মুখর হলেও এবং এই দল রাজার শাসনবিরোধী সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে জেনেও এই দলের প্রতি মানুষের আস্থার অভাব ঘটেছে। কারণ এই দল রাজাকে উচ্ছেদের বিপ্লবের পর পুঁজিবাদী সরকারের অন্যতম শরিক হয়ে পুঁজিবাদী শাসনের সব সংকটের বোঝা জনগণের উপর চাপিয়েছে। যে সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে নেপালের মানুষ লড়েছে, তার সবই পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও তার পরিপূরক রাজনীতি থেকে উদ্ভূত। চড়া মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, কিছু লোকের হাতে বিপুল পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়া, বৈষম্য বৃদ্ধি, সীমাহীন দুর্নীতি ইত্যাদি সমস্যা পুঁজিবাদী মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতি থেকে সৃষ্টি। এর বিরুদ্ধেই নেপালি জনতার জেহাদ। কিন্তু জেহাদ বা আন্দোলন যতই তীব্র হোক, যত রক্তক্ষয়ী লড়াই হোক, যত কোরবানিই হোক, তা যদি এই মূল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে চালিত না হয়, তা হলে তা কাঙ্খিত গণমুক্তি আনতে পারবে না। নেপালে যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হতে যাচ্ছে, তার তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হবে, কোনও না কোনও শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় বসবে। সেও পুঁজিবাদী সংবিধান মেনে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সব আবিলতা ঘুরে ফিরে আসবে। আবার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে পথে নামবে। সরকারের পর সরকার বদল হবে। কিন্তু মুক্তি আসবে না। পরিবর্তনের নামে এই চক্রাকার আবর্তনই কি শুধু ঘটবে? নেপালের মুক্তিকামী মানুষের সামনে এই ভাবনা না এসে পারে না।

এই গণঅভ্যুত্থান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির উপর প্রবল আঘাত হেনেছে। দরকার এর ভিত্তি উপড়ে ফেলা। সেই জরুরি কাজটি করার প্রয়োজনীয়তা মানুষের কাছে নানা দিক থেকে তুলে ধরার জন্য জরুরি দরকার একটি প্রকৃত বিপ্লবী দলের। নেপালের সংগ্রামী ছাত্র-যুব শক্তির কাছে মুক্তিকামী মানুষের এটাই প্রত্যাশা।

জীবনাবসান

কলকাতায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর টালিগঞ্জ-২ আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড প্রিয়বান্ধব চক্রবর্তী দীর্ঘ রোগভোগের পর ৫ সেপ্টেম্বর সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে মরদেহে মাল্যদান করেন দলের আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড মমতাজ খাতুন ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রাজকুমার বসাক সহ এলাকার কর্মী-সমর্থকরা।

কমরেড প্রিয়বান্ধব চক্রবর্তী এলাকায় স্বপন নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাত্র বয়সেই দলের সাথে যুক্ত হন। আশুতোষ কলেজে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র কাজে ও কুঁদঘাট অঞ্চলে দলের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পড়াশোনা শেষ করে ডিভিসি (চন্দ্রপুরা) তে কর্মরত অবস্থায় সেখানেও কর্মচারী সংগঠন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাংগঠনিক কাজের ধারাবাহিকতায় তিনি ডিভিসি এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হয়েছিলেন। অবসরের পর বাসস্থান এলাকায় দলের কাজে অংশ নিয়েছেন।

শারীরিক অসুস্থতায় ঘরবন্দি হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিয়মিত গণদাবী বিক্রি ও পার্টির কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন। সর্বদাই সাধারণ মানুষকে দলের সংস্পর্শে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল লক্ষণীয়। কমরেড প্রিয়বান্ধব চক্রবর্তীর প্রয়াণে দল দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ এক কর্মীকে হারাল।

কমরেড প্রিয়বান্ধব চক্রবর্তী লাল সেলাম

কলকাতায় এসইউসিআই(সি) রাজারহাট আঞ্চলিক কমিটির সদস্য কমরেড অশনি দাশগুপ্ত (অতসী) দীর্ঘ রোগভোগের পর ৬ সেপ্টেম্বর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ৬৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর দু-দিন আগে তিনি কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে রাজারহাটের কেষ্টপুর এলাকায় পার্টির সংগঠন বিস্তারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য এবং অবিভক্ত দমদম লোকাল কমিটির সভানেত্রী হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। গরিব মানুষের প্রতি দরদবোধ এবং কর্মীদের প্রতি তাঁর স্নেহপ্রবণ আন্তরিক আচরণ সকলকে আকর্ষণ করত। পার্টির বিভিন্ন গণআন্দোলনের কর্মসূচির সাথে এলাকার সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। অসুস্থ অবস্থায় কোনও কর্মসূচিতে থাকতে না পারলেও প্রতিনিয়ত খবরাখবর রাখতেন এবং সমর্থক দরদিদের সাথে ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পার্টির কর্মী-সমর্থক সহ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পার্টির জেলা সম্পাদকের পক্ষে মাল্যদান করেন কমরেড সুরথ সরকার। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ প্রদ্যুৎ হাজরা ও লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড জগন্ময় কর্মকার সহ উপস্থিত সকল কমরেড এবং আত্মীয় পরিজন মাল্যার্পণ করে তাঁকে শেষ বিদায় জানান। ২৩ সেপ্টেম্বর কেষ্টপুর রবীন্দ্রপল্লীর 'ভবানী ভবনে' কমরেড অশনি দাশগুপ্তর স্মরণসভা।

কমরেড অশনি দাশগুপ্ত লাল সেলাম

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

গণদাবীর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১০ অক্টোবর

—সম্পাদক, গণদাবী

তর্ক এবং বিচারই ভারতীয় পরম্পরা

শিবদাস ঘোষ

"ঐতিহ্যের কথা যদি বলা হয়, আমি তো মনে করি, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের সবচেয়ে গর্ব করার মতো একটা বড় জিনিস রয়েছে। তা হল, সুদূর অতীতকাল থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষ অনেক সময়ই জবরদস্তি নিজের মত অপরের ঘাড়ে চাপাত না— যেটা ইউরোপে বা অন্য দেশে এবং ধর্ম বিস্তারের ক্ষেত্রে বহু সময় ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরকম প্রায় হয়নি।

একটা মত আর একটা মতের সঙ্গে তর্ক করেছে, বিচার করেছে। বিচারে যে পক্ষ জিতে গিয়েছে, অপর পক্ষ নির্দ্বিধায় আনন্দের সঙ্গে তাকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে। শঙ্করাচার্যের কাহিনি থেকে দেখুন। শঙ্করাচার্য তখন যুবক। অন্য দিকে মণ্ডন মিশ্র বয়সে বড় এবং সেই সময় হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠিত সুপণ্ডিত। যখন শঙ্করাচার্য মণ্ডন মিশ্রের সাথে অদ্বৈত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে গেলেন, শঙ্করাচার্য বললেন মণ্ডন মিশ্রকে, 'আপনার স্ত্রী আদিভারতী বিচার করবেন।' সকলে বলল, উনি তো মণ্ডন মিশ্রর স্ত্রী। শঙ্করাচার্য বললেন 'তা হোক, উনি পণ্ডিত, সুবিচার করবেন।' তর্ক হল। স্ত্রী রায় দিলেন, মণ্ডন মিশ্র হেরে গেলেন। হেরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের অতবড় একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা, যার কথায় হিন্দুসমাজ চলত, তিনি সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যকে গুরু বলে স্বীকার করে নিলেন। এই তো ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। কংগ্রেস ঐতিহ্যের কথা বলে। বহু লোক ঐতিহ্যের কথা বলে। যদি ঐতিহ্যের কথা বলে, তা হলে রাস্তা ঠিক কি ভুল, তা নিয়ে যুক্তিবাদী আলোচনা হোক। যদি যুক্তিসঙ্গত হয়, গ্রহণ করো। আর, তা না করলে বুঝতে হবে, ভারতীয় ঐতিহ্য বলাটা একটা চালাকি মাত্র, একটা ভাঁওতা মাত্র। ভারতের গৌরব করার ঐতিহ্য আর কী আছে? আমি দেখি, সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের অনেক জিনিস গৌরব করার মতো ছিল। তারপর থেকে একটা যুগ অন্ধকার। আর একটা অধ্যায় রামমোহন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত আমাদের গর্ব করার, যেটা চলে গিয়েছে। আবার অন্ধকার। এই তো ভারতবর্ষ! তাহলে ভারতীয় পরম্পরা ও ঐতিহ্যের কথা বলতে গেলে এই মানসিকতাই তো প্রতিফলিত করতে হবে। কই সেই মানসিকতা? কাজেই এ সব বক্তৃতা থাক। তারা কেউ ভারতীয় পরম্পরা-টরম্পরা নিয়ে মাথা ঘামায় না, ঐতিহ্য নিয়েও ঘামায় না। আর তাদের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিও অনেকেরই সমান। কাজেই ও-সব বড় বড় কথা থাক। আসল কথা হচ্ছে, একদিকে মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অন্য দিকে দেশপ্রেম— একটা সমাজে যেটা থাকে, তার উপরে কাজ করে তারা প্রগতির গলা টিপে ধরতে চাইছে।"

'উন্নত নৈতিক মান ও সঠিক রাস্তায় লড়াই চাই' থেকে

নেপালের তরুণ প্রজন্মের রক্তদানকে সম্মান দেখাতে হবে

নেপাল রাজনৈতিক মতবিনিময় মঞ্চ

নেপালের তরুণ প্রজন্মের (জেন জি) ঐতিহাসিক আন্দোলন বা বাণেশ্বর অভ্যুত্থানে বহু তরুণের প্রাণ বলিদানের মধ্য দিয়ে অত্যাচারী ওলি সরকারের পতন ঘটেছে। আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে ১৩ সেপ্টেম্বর (নেপালি ক্যালেন্ডারে ২৭ ভাদ্র) প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ও সর্বস্তরে ছেয়ে যাওয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে ৮ সেপ্টেম্বর তরুণ প্রজন্মের যে বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে, তা বাস্তবে ছিল নেপালের পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার সামগ্রিক সংকটের ফলে জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ। নেপালের রাজনীতিতে এই গণবিস্ফোরণ ঐতিহাসিক ছাত্র-যুব অভ্যুত্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ওলি সরকারের হিংস্র দমননীতির ফলে ৫০ জনের বেশি তরুণ শহিদ হয়েছেন, শত শত আহত এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নতুন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের দাবি, অবিলম্বে অভ্যুত্থানে জীবন বলি দেওয়া তরুণদের সকলকে শহিদের মর্যাদায় ভূষিত করুন, সমস্ত আহতের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। আমরা সমস্ত শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতা জানাই।

কে পি ওলি পরিচালিত অত্যাচারী, উদ্ধত, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং স্বৈরাচারী সরকার জনগণের কথাটুকু পর্যন্ত শুনতে রাজি ছিল না। এই সরকার ছাত্র ও তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে শুধু নয়, আন্দোলনের শক্তি সমস্ত প্রধান রাজনৈতিক দলের দাপট এবং ঔদ্ধত্যকেও ধ্বংস করেছে। এই দলগুলো কখনও শাসক হিসাবে, কখনও বিরোধী হিসাবে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থায় চলা সীমাহীন দুর্নীতিতে একেবারে ডুবে আছে। যদিও একজন শাসকের পতন ঘটলে কিংবা তাকে উচ্ছেদ করলেই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে না। কারণ, দুর্নীতি, অনিয়ম, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, আর্থিক বৈষম্য এই সব কিছুর ভিত্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত। সমস্ত বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো ২০০৫-০৬ থেকেই এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কুকর্মের অংশীদার। নেপালি কংগ্রেস, ইউএমএল এবং মাওবাদীরা পালা করে ক্ষমতায় বসেছে। মাওয়িস্ট সেন্টার সাম্প্রতিক সময়ে বক্তৃতা এবং স্লোগানে জোর গলায় দুর্নীতি বিরোধী স্লোগান তুলছে বটে কিন্তু এটা স্পষ্ট যে তারা অনেক দিন আগেই জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা জলাঞ্জলি দিয়ে আদর্শগত এবং নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সরকারি গদির অংশীদার হয়ে তার ভাগ পাওয়ার জন্য তারা বিপ্লবী আদর্শ ও তার প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করেছে। পুরনো শাসক দল কংগ্রেস-ইউএমএল এবং মাওয়িস্ট সেন্টার কিছুদিন আগে মহান গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় বসেছিল। এই তিনটি দলই চলতি সময়ের বিকৃত সংসদীয় রাজনীতি ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থার অংশীদার। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই কারণেই এই তিন দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ও ছাত্রযুবদের ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।

৮ সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানকে 'ক্ষমতা লোভীদের দ্বন্দ্ব', 'বহিঃশক্তির চক্রান্ত', অথবা এটাকে 'প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিকল্পনা' হিসাবে তুচ্ছ করার অর্থ ঘুরপথে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা ও তার শাসকদেরই রক্ষার চেষ্টা। যাঁরা এই অভ্যুত্থানের পিছনে বাস্তব কারণ দেখতে চান না, তাঁরা জনগণের যে কোনও অভ্যুত্থানকেই 'চক্রান্ত তত্ত্বের' লেন্স দিয়ে দেখতে চান। অবশ্যই এই আন্দোলন কোনও আদর্শগতভাবে কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের সুচিন্তিত কর্মধারা ও সুসংগঠিত শক্তির ডাকে শুরু হয়নি। সংবাদমাধ্যমে যেমন দেখানো হয়েছে তেমন করে এই আন্দোলন একটি বা দুটি গ্রুপের ডাকেও শুরু হয়নি। যদিও বিশ্বের ইতিহাস একাধিকবার দেখিয়েছে এই ধরনের অভ্যুত্থানে আদর্শগত, সাংগঠনিক এবং লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকে। বহু বারই দেখা গেছে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং শক্তিশালী সাংগঠনিক শক্তির উদ্যোগ ছাড়াই একটা অভ্যুত্থান সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। একই সাথে এই কথা সত্য যে, দেশের ভিতরের এবং বাইরের ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীগুলি নিজেদের হীন স্বার্থে এই ধরনের অভ্যুত্থানকে ব্যবহার করা ও তাকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে থাকে। এই আন্দোলনের সময়েও তা দেখা গেছে। তা সত্ত্বেও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণের বুকে তিল তিল করে জমা হওয়া ক্ষোভই যে বাণেশ্বর অভ্যুত্থানের মূল শক্তি, এই সত্যের অবমূল্যায়ন করতে পারি না আমরা।

এই প্রেক্ষিতে সফল জেন জি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকারকে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। বিক্ষোভকারীদের সমস্ত ন্যায্য দাবি সর্বোচ্চ মাত্রায় পূর্ণ করতে হবে। একই সাথে দেশকে আরও প্রগতিশীল রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে। এই অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত যে কাজগুলি করতে হবে—

১। ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর নিহত সমস্ত বিক্ষোভকারীকে শহিদের মর্যাদা দিতে হবে। সরকারি দায়িত্বে সমস্ত আহতের চিকিৎসা ও খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বর্তমান সংবিধানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এতে যতটুকু প্রজাতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সকলের কল্যাণের ব্যবস্থার কথা আছে তার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

৩। দুর্নীতি, আর্থিক অসাম্য, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্যের মতো সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এ জন্য আমরা সংবিধানের প্রগতিশীল সংশোধন দাবি করছি। ব্যাপক রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। আন্দোলনের মূল সুরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে।

৪। কঠোর ভাবে দুর্নীতি দমনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিশন নিযুক্ত করতে হবে। তাদের সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মচারি, নেতাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও ব্যবসায়ীদের সম্পদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের অধিকার দিতে হবে।

৫। সরকারি দপ্তরে ঘুষ ও দীর্ঘসূত্রতা নির্মূল করতে বিশেষ নজর দিতে হবে। লাগামছাড়া দামের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। নানা বিষয়ে জনগণ যে দুর্দশা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার সমাধানে ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। প্রগতিশীল নির্বাচনী সংস্কার করতে হবে। টাকার জোরে ভোটে জেতা ও জেতার পর জনগণের ও রাষ্ট্রের সম্পদ লুঠ করা রুখতে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৭। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা অন্যায় ও দুর্নীতি করলে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য 'রাইট টু রিকল'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তাতে আইনি পথেই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসককে সরাতে পারা যাবে, রাস্তায় নামার প্রয়োজন হবে না। তরুণ প্রজন্মের ঝরানো রক্তের প্রতি এটাই হবে সম্মান প্রদর্শন।

সঙ্গীত,
সমন্বয়ক

অযোগ্য শিক্ষকদের গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের প্রতিবাদ

অযোগ্য তালিকাভুক্ত শিক্ষকদের গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৫ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে যাঁরা চাকরিতে ঢুকেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের যে কোনও ভাবে রক্ষা এবং সাহায্য করতে উঠে পড়ে লেগেছেন এবং গ্রুপ-সি পদ দেবেন বলেছেন। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।

'শিক্ষকতা করার পরেও তাদেরকে অযোগ্য বলে বলা হচ্ছে'— বলে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশ বাস্তবে দুর্নীতিকেই খোলাখুলি সমর্থন করা। এর নিন্দা জানানোর ভাষা নেই। এখানে যোগ্য-অযোগ্যের প্রশ্ন নয়, মূল প্রশ্ন দুর্নীতির। বর্তমানে এমনিতেই শিক্ষা ধ্বংসের মুখে। অসংখ্য সরকারি স্কুল বন্ধ অথবা ছাত্রছাত্রী নেই, শিক্ষক নেই। দুর্নীতিতে যাঁরা যুক্ত নন এবং যোগ্য ও দক্ষ, তাঁদেরও চাকরি হারাতে হয়েছে সরকারের ভূমিকায়। এর ফলে বহু স্কুল প্রায় শিক্ষকশূন্য, যা রাজ্যের শিক্ষাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং দুর্নীতি দমন করার পরিবর্তে তৃণমূল সরকার হীন দলীয় স্বার্থে তাকে আরও পাকাপোক্ত করছে। ছাত্র শিক্ষক ও জনসাধারণকে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

বিনপুরে রাস্তা সংস্কারের দাবি

ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থেকে আমকলা পর্যন্ত ১৫ কিমি বেহাল রাস্তা পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের দাবিতে বিনপুর

নাগরিক প্রতিরোধ কমিটির ডাকে ১৬ সেপ্টেম্বর জেলা পরিষদ ও ডিএম অফিসে গণডেপুটেশনের কর্মসূচি সফল করার জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান হয়।

নেতৃত্ব দিয়েছেন কমিটির সভাপতি বটকৃষ্ণ মাইতি ও সম্পাদক প্রদীপ কুমার মাইতি। ৩১ আগস্ট ১২টি গ্রামের ৫০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিনপুর নাগরিক প্রতিরোধ কমিটি তৈরি হয়। এরপর কমিটির উদ্যোগে ১০টি গ্রামে গ্রাম মিটিং ও কমিটি তৈরি হয়। প্রতিটি গ্রাম কমিটি নিজস্ব উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে যাওয়ার সমস্ত আয়োজন করে। এ ছাড়া আরও ৬টি গ্রামে প্রচার করা হয়। এলাকায় আন্দোলনের প্রবল আবেগ তৈরি হয়েছে। মানুষ বুঝতে পারছেন সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে না থেকে দাবি আদায়ে পথে নামতে হবে।

জেলায় জেলায় এ আই কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ

পশ্চিম মেদিনীপুর

মুর্শিদাবাদ

বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

একের পাতার পর

ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে এআইকেকেএমএস। উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শংকর ঘোষ (ছবি প্রথম পাতায়)।

পশ্চিম মেদিনীপুরের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পঞ্চানন প্রধান। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকে বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সহ সভাপতি মদন সরকার। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর প্রশাসনিক ভবনের সামনে শত শত কৃষক ও খেতমজুরদের বিক্ষোভ-সমাবেশ হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। রাজ্যে ১৮টি জেলায় এই কর্মসূচি পালিত হয়।

ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কাজের দাবিতে জেলাশাসক দপ্তরে যুব বিক্ষোভ

যত দিন যাচ্ছে কাজ পাওয়ার সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। একটা কাজের আশায় হাজার হাজার পরিযায়ী যুবক পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে, ভিন দেশে। সেখানে গিয়েও জীবন-জীবিকার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বাংলা ভাষা বললেই 'বাংলাদেশি' বা 'বিদেশি' বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মদ ও মাদকদ্রব্যের সাথে যুক্ত হয়েছে অশ্লীল পর্নোগ্রাফি, জুয়া, অনলাইন লটারি যা যুবকদের বিপথগামী করছে।

বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা, পারিবারিক অশান্তি, নারী ধর্ষণ, খুন, নারী ও শিশু পাচারের মতো ঘৃণ্য ঘটনা। এরই সাথে গরিব মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ঘুরপথে এনআরসি চালু করার লক্ষ্যে এসআইআর আনা হচ্ছে। এই আক্রমণগুলির প্রতিবাদে এআইডিওয়াইও নদিয়া দক্ষিণ জেলার আহ্বানে ৯ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন ও যুব বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু নন্দী এবং নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক মশিকুর রহমান, বিমান কর্মকার।

এ দিন পুরুলিয়া জেলাতেও যুব বিক্ষোভ হয়। সকল বেকারের কর্মসংস্থান, স্কুল সহ সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, যুবশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যুবকদের অবিলম্বে নিয়োগ, শ্রমনিবিড় শিল্প স্থাপন, জেলার সমস্ত হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে পুরুলিয়ায় ডি এম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

◀ পুরুলিয়া

নদিয়া ▼

যুব বিদ্রোহ দমনে সরকারি বর্বরতা

একের পাতার পর

পারেনি। সমস্ত সংসদীয় বুর্জোয়া দলগুলি দুর্নীতির গভীরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বেকারত্বের মারাত্মক সমস্যা তরুণদের তাড়া করছে। কিছু দিন ধরেই যুবসমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত কে পি ওলি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল।

তরুণদের ক্ষোভ দেখে তার প্রচার আটকাতে প্রশাসন বেশ কিছু সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করে দেয়, যা যুবকদের আরও ক্ষুব্ধ করেছে। বিক্ষোভকারীদের দমন করতে সরকার নৃশংস পুলিশি আক্রমণ নামিয়ে আনে। তাদের প্রাণঘাতী হামলায় ৩৪ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং ৩০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে।

আমরা যুবকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের উপর নেপাল সরকারের জঘন্য হামলার তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে তরুণদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। আমরা নেপালের সংগ্রামরত যুবকদের বিপ্লবী শুভেচ্ছা জানাই এবং যাঁদের ছেলেমেয়েরা এই সংগ্রামে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

প্রকাশিত হয়েছে

এসআইআর বিরোধী সভা দিল্লিতে

বিহারে এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দিল্লি কমিটির পক্ষ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর যন্তরমন্তরে ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজ্য সম্পাদক প্রাণ শর্মা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ম্যানেজার চৌরাসিয়া, হরিশ ত্যাগী প্রমুখ। পরিচালনা করেন রমেশ পরাশর। (ছবি প্রথম পাতায়)

এসআইআর-এর নামে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ২৫-৩১ আগস্ট দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। ছবি ঃ মধ্যপ্রদেশের গুনা। ৩১ আগস্ট

আসামে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি

এ আই ডি ওয়াই ও-র আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৯-৩১ আগস্ট মঙ্গলদৈ শহরে যুব ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সমারোহের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং চিকিৎসক ডাঃ অমরেন্দ্র নারায়ণ দেব। শিবিরে প্রতিনিধিদের মধ্যে ফুটবল এবং কাবাডি প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, একাংক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। এই যুব শিবিরে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাইফুল ইসলামের পরিচালনায় মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয় এবং 'সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে'—শীর্ষক আলোচনায় প্রতিনিধিরা

মঙ্গলদৈ শহরে যুব মিছিল

অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ও আসাম রাজ্য সহ-সভাপতি জীতেন্দ্র চালিহা। অশ্লীলতার অবাধ প্রচার নিষিদ্ধ করা, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ বেকার ভাতা সহ বিভিন্ন দাবিতে সুসজ্জিত মিছিল জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে সমবেত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর। মুখ্য বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য তথা বিশিষ্ট জননেতা কান্তিময় দেব। তিনি দেশের যুবকদের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে পুঁজিপতিদের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানান।

মেছেদায় বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরে মেছেদার পাঁচমাথার মোড় থেকে কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনাও ঘটে। নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের মেছেদা শাখা এ ব্যাপারে বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোনও ফল হয়নি। ২২ আগস্ট মঞ্চের পক্ষ থেকে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। চেয়ারম্যান দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

জনতার বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স

প্রতিবাদে-বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স। ১০ সেপ্টেম্বর হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহ নানা শহর। ইমানুয়েল মাকরঁ সরকারের পদত্যাগের দাবিতে ক্ষোভ আছড়ে পড়ে সর্বত্র। ওই দিন ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ।

নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর শপথের দিনেই 'ব্লক এভরিথিং' স্লোগান তুলে এই বিক্ষোভে সামিল হন বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী নির্বিশেষে দেশের সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারীরা রাস্তা ও ট্রেনপথ অবরোধ করেন। বাস, ট্রেন, বিমান পরিষেবা ব্যাহত হয়। স্কুল-কলেজ-কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র এবং শ্রমিকরা দলে দলে এই বিক্ষোভে সামিল হন। সরকার ৮০ হাজার নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করে বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে। টিয়ার গ্যাস চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে পুলিশ। তারপরেও বিক্ষোভ চলে। টায়ার পুড়িয়ে, রাস্তার ধারে আবর্জনার পাত্রে আগুন ধরিয়ে, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভ দেখায় জনতা। টানা বিক্ষোভ চলতে থাকে নানা শহরে। পুলিশ শয়ে শয়ে বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে। কয়েক দিনে কয়েক লক্ষ মানুষ প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নামেন।

ফ্রান্সের ঘাড়ে এখন বিপুল ঋণের বোঝা। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতো ফ্রান্সের মাকরঁ সরকারও এই বোঝা চাপিয়ে দিতে চায় খেটেখাওয়া জনসাধারণের মাথায়। তাই সামাজিক খাতগুলিতে ৫ হাজার ২০০ কোটি ডলার বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই করার ষড়যন্ত্র করেছে সরকার। এর পরিণামে কোপ পড়বে শ্রমজীবী মানুষের বেতন ও পেনশনে— এই আশঙ্কায় ব্যাপক বিক্ষুব্ধ ফ্রান্সের মানুষ। তাঁরা দেখছেন, বিপুল ঋণ মেটাতে গরিব সাধারণ মানুষের ঘাড়ে কোপ বসানো হলেও দেশের ধনী পুঁজিপতি সমাজ কিন্তু রয়েছে বহাল তবিয়তে। ধার শোধ করতে এদের ওপর কর চাপানোর কথা ভুলেও ভাবছে না মাকরঁ সরকার। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধেও ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ। পাশাপাশি রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনকে সাহায্য দেওয়ার নামে সামরিক খাতে মাকরঁ সরকারের খরচ বৃদ্ধিরও বিরোধিতা করছেন তাঁরা। আন্দোলনের চাপে প্রেসিডেন্ট মাকরঁ সম্প্রতি সেখানকার প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। সংসদে নিযুক্ত হয়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই পদক্ষেপ যে কেবলমাত্র খেপে-ওঠা জনতার চোখে ধুলো দিতে— বুঝতে ভুল হয়নি মানুষের। তাই নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথের দিনেই ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে গোটা ফ্রান্স। দাবি উঠেছে খোদ প্রেসিডেন্টকেই পদত্যাগ করতে হবে।

২০১৮-১৯ সালে ট্যাক্স বৃদ্ধি ও জীবনধারণের ব্যয়বৃদ্ধির প্রতিবাদে 'ইয়েলো ভেস্ট' আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু তা ফ্রান্সের মানুষকে সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে পারেনি। এ বারের আন্দোলনে ছাত্র ও তরুণরা প্রথম সারিতে থাকলেও এই বিক্ষোভের নেতৃত্বে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন নেই। সঠিক নেতৃত্ব না থাকায় কায়েম থাকা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই যে তাঁদের সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী, এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন না ফ্রান্সের মানুষ। শুধু সরকার বা প্রেসিডেন্ট বদল হলেই যে হবে না, বদলাতে হবে গোটা সমাজটাকে— এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে সত্য মানুষকে বুঝে নিতে হবে।

পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

পাঞ্জাবের ভয়াবহ বন্যা অনেকগুলি জেলাকে শুধু প্লাবিতই করেনি, বিপুল ধ্বংস এবং ক্ষয়ক্ষতিও ঘটিয়েছে। বহু মানুষ গৃহহারা হয়ে ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই সব দুর্গত মানুষকে নানা ধরনের চিকিৎসা সহায়তা দিতে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের উত্তর ভারত বিপর্যয় মোকাবিলা টিম জেলায় জেলায় মেডিকেল ক্যাম্প করে ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর।

কাপুরথালা জেলার সুলতানপুর লোধি, গুরুদাসপুর জেলার ডেরা বাবা নানক, কাদিন এবং রামদাস, এ ছাড়া পাঠানকোট, ফাজিলকা ও ফিরোজপুর জেলায় নানা ক্যাম্প করা হয়। পাঞ্জাবের ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকেল, ফার্মেসি ও সাইকোলজির ছাত্রছাত্রী এবং হরিয়ানা, দিল্লি, ইউপি, এমপি সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যের চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীরা এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সহ আশপাশের বাসিন্দারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্প

পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা নেন। ক্যাম্পে শারীরিক এবং মানসিক ট্রমা এবং সাপে কামড়ানো রোগীদের চিকিৎসা করা হয় এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা, জল পরিস্রুত করার পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানো হয়।

পাঠকের মতামত

অর্থনীতির শক্ত ভিত

আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর ধাক্কায় এখন টাকার মূল্য আরও কমে এক ডলার ৮৮ টাকায় দাঁড়াল। প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাতে বিশ্বাসের জায়গা কতটা ধাক্কা খেল সেটা ভবিষ্যৎ বলবে, কিন্তু এর ফলে রপ্তানি আরও কঠিন হবে এবং দেশীয় উৎপাদন ধাক্কা খাবে, অন্য দিকে আমদানি দ্রব্যের দামবৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে দাম আরও বাড়বে। মোটের উপরে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারা বিশ্ব ঘুরে 'বিশ্বগুরু' নিজের ইমেজ কীভাবে ধরে রাখবেন এখন সেটাই প্রশ্ন! তা বলে তিনি কোটি কোটি টাকা খরচ করে ঘোরা বাদ দেবেন? মোটেই না।

বন্ধুত্ব করতে গিয়ে, অতিথিকে দেশের ভিতরে অভ্যর্থনা জানাতে যে খরচ করতে হয়েছে, দুপাশের কঙ্কালসার মানুষের চেহারা ঢাকতে যে দীর্ঘ প্রাচীর তুলতে হয়েছিল সব প্রচেষ্টা তবে আজ কি জলে গেল? এ প্রশ্নের উত্তরে না গিয়ে যেটা বিষয় তা হচ্ছে, শাসক যখন বিরোধী, বিরোধী যখন শাসক উভয়েরই একটা ইস্যু খোঁজে, আর জনগণের উপর নামে আসে অত্যাচারের খাড়া। এখন বিরোধীপক্ষ এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে সরকারের কটাক্ষ করছে আবার তারা যখন শাসক ছিলেন এবং ডলারের নিরিখে টাকার মূল্য কমেছে তখন বর্তমান শাসক বিরোধী হিসেবে কটাক্ষ করেছিল, কিন্তু জনগণের থলিতে সর্বদাই জুটেছে শূন্য আর ক্ষতি।

গৌতম দাস, মালদা

বহরমপুরে সি পি ডি আর এস-এর কর্মশালা

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে ধোপঘাটির স্বাস্থ্যসদন সভাগৃহে সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে ১৭ আগস্ট একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৫০ জন প্রতিনিধি। বাংলাভাষীদের প্রতি বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির কিছু মানুষের বর্বর আচরণ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নাগরিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি ও পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থার প্রতিবাদে পোস্টারিং, পথসভা, ডেপুটেশন ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে নাগরিকদের শিক্ষিত ও সচেতন করা এবং ঐক্যবদ্ধ ভাবে এর প্রতিকারের পথে এগিয়ে যাবার সংকল্প কর্মশালায় ঘোষিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক। সংগঠনের জেলা সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার সভায় আগত রাজ্য ও জেলা প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানান। সঞ্চালনা করেন জেলা সম্পাদক আইয়ুব হোসেন। উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, আব্দুল জলিল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা ও রক্তদান শিবির নদিয়ায়

১০ আগস্ট মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও হাসপাতাল জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের নদিয়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রানাঘাট শহরের বি সি রায় হলে স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই মহান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের ছবিতে মাল্যদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রহ্লাদ অধিকারী, ডাঃ নীলাদ্রি পাল সহ অন্য চিকিৎসকরা। ভেজাল ওষুধ এবং ওষুধের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ডাঃ সত্যজিত রায়। কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন ডাঃ অপূর্ব কুমার রায়।

খালবাঁধকে কংক্রিট করার দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকে বরদাবাড় থেকে যোগীদহ পর্যন্ত খালবাঁধটি মাটির হওয়ায় প্রায় ১০টি গ্রামের মানুষের যাতায়াত অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। এই বাঁধটিকে কংক্রিট করার দাবিতে ২২ আগস্ট কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যানকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, সুব্রত দাস, ডাঃ জয়দেব ঘড়া প্রমুখ।

অশনিসঙ্কেত

স্বাধীনতার সাতাত্তর বছর পার করে এসে আমাদের সমাজ থেকে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ বিলুপ্ত হয়েছে, এ কথা বলা গেলে খুব ভাল হত। কিন্তু চারপাশের বাস্তব তেমন নয়। আজকের ভারতে ধর্মের নামে মানুষকে পিটিয়ে মারা হয়, ধর্মের নামে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়, ধর্মকে ঘৃণ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ মানুষ এ জিনিস চান না। এ সব দেখলে, শুনলে বেশিরভাগ মানুষ শিউরে উঠে ভাবেন, 'এই আগুন যেন আমার ঘরকে, পরিবারকে স্পর্শ না করে। আমার সন্তান যেন এই ধর্মীয় বিদ্বেষের থেকে মুক্ত থাকে।'

কিন্তু শুধু চাওয়াটুকুই কি যথেষ্ট? পহেলগাঁও এর ঘটনার পর প্রাইমারি স্কুলের এক ছাত্রী শিক্ষককে জিজ্ঞেস করেছে, 'আমাদের কি তাড়িয়ে দেবে স্যার'? আরেকটি স্কুলে শোনা গেল, ক্লাস ফাইভের দুই একরত্তি মেয়ের ঝগড়া। একজন বলছে, 'তোরা খারাপ, তোরা মানুষ মারিস।' অন্য জন উত্তর দিচ্ছে, 'হ্যাঁ আমাদের ধর্ম তো খারাপ, আমাদের টিফিন খাস না।' ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ জিগিরের উত্তাপের মাঝে এমন আরও তিক্ত অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছেন অনেকেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ সব ঘটনা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হস্তক্ষেপে বেশিদূর গড়ায় না ঠিকই, কিন্তু এই বিভেদের বীজ ফুলের মতো মনগুলোয় বাসা বাঁধছে কোথা থেকে? 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' এই সার কথাটুকু কি শিশুমনে সঞ্চারিত করতে পারছে পরিবার, পরিজন, সমাজপরিবেশ?

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বস্থলীর একটি প্রাথমিক স্কুলে প্রায় দুই দশক ধরে হিন্দু আর মুসলমান ধর্মের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড-ডে মিলের রান্না হয়ে আসছে দুটি আলাদা হেঁসেলে, রাঁধুনিও আলাদা। এই ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করাও কষ্টকর যে, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এতদিন ধরে জাতধর্মের ছোঁওয়াছুঁয়ি, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিভেদ টিকিয়ে রাখা হয়েছে সরকারি প্রকল্পের মধ্যেই।

স্কুলের গুরুত্ব শিশুর জীবনে, দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অপরিসীম। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে, বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-ধর্মীয় সম্প্রদায় থেকে পড়তে আসা শিশুরা একই প্রাঙ্গণে আনন্দে বেড়ে উঠবে, শিখবে, পড়বে, পরস্পরের সাথে নানা আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ হবে, এই ভাবনাই তো স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে কারণে স্কুলকে বলা হয় 'সমাজের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ'। স্কুলে শিক্ষার্থী শুধু পাঠ্যবই থেকে শেখে না, সহপাঠীদের সাথে গল্প, খেলা, টিফিন ভাগ করে খাওয়া, একসাথে নানা সৃজনশীল কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া, সবটা মিলিয়েই স্কুলজীবন যৌথতার বোধ, সামাজিক মনন গড়ে তোলার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। অথচ সেই স্কুলেই এত বড় অন্যায় কাণ্ডটি বছরের পর বছর চলল, কেউ বাধা দিলেন না! নিশ্চয়ই সরকারি পরিদর্শন কখনও না কখনও হয়েছে সেখানে, মিড ডে মিল নিয়ে মিটিং, আলোচনা ইত্যাদিও হয়েছে। অথচ শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারি কর্তাব্যক্তি, অভিভাবক-অভিভাবিকা কেউই এই আলাদা রান্নার বিষয়টি নিয়ে তেমন করে ভাবলেন না, এ নিয়ে জোরালো প্রতিবাদ করার বা সংবাদমাধ্যমে আনার প্রয়োজন মনে করলেন না! স্কুলে পড়তে আসা সমীর আর সইফুল, রুমা আর রুকসানা দিনের পর দিন টিফিনবেলায় আলাদা হেঁসেলে আলাদা রাঁধুনির তৈরি করা খাবার খেল। বড় হয়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোয় ওরা শিখল, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিন্নতা এমনই পাকাপোক্ত জিনিস যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিসরেও তাকে জিইয়ে রাখতে হয়। এক বন্ধু, আরেক বন্ধুর হাঁড়ি থেকে খেতে পারে না, কারণ এ হিন্দু ও মুসলমান।

হায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নেতাজির বাংলা! হায় স্বাধীন ভারত, যার জন্য একসাথে ফাঁসির রজ্জু বরণ করেছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল আর আসফাকউল্লা খান! নেতাজি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজে হেঁসেল বা থালার ভেদ রাখতে দেননি। বিভিন্ন ধর্মের সেনারা একই রান্নাঘরে রান্না হওয়া খাবার একসাথে বসে খেত। ধর্ম-বর্ণ-জাতির ঊর্ধ্বে দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে সেনাদের ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁর এই উদ্যোগ ছিল সে দিনের ভারতবর্ষে বিপ্লবাত্মক। রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' বইতে লিখেছিলেন, 'ধর্ম যখন বলে, মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কোনও তর্ক না করেই মেনে নেব। ... কিন্তু ধর্ম যখন বলে 'মুসলমানের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করবে না' তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে, কেন করব না?' নজরুল ইসলাম লিখে গেছেন - 'হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির জান', 'তাই তো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান'। অথচ আজ এতো সময় পেরিয়ে এসেও, মানবতার এই বুনিয়াদি কথাগুলো সমাজের সর্বত্র সব মানুষের কথা হয়ে উঠতে পারল না কেন? কেন এই বাংলার মাটিতে একটিও স্কুলে হিন্দু-মুসলমানের হাঁড়ি আলাদা করার মতো মানসিকতা প্রশ্রয় পায়? কেন একজন দলিত মহিলা মিড-ডে মিল রাঁধবেন শুনে কর্ণাটকের একটি স্কুলে অনেক মা-বাবা সন্তানকে স্কুল ছাড়িয়ে দেন?

আসলে, একটি যথার্থ বিপ্লবী বামপন্থী দলের অনুপস্থিতিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলত কুক্ষিগত ছিল দক্ষিণপন্থী আপসকামী বুর্জোয়াদের হাতে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা এল ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশের বদলে জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করল এবং এটা হল এমন একটা সময়ে, যখন বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদ চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে, নিজের বাজার টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সে নবজাগরণের সমস্ত পার্থিব মানবতাবাদী মূল্যবোধকে, যুক্তিবাদকে পদদলিত করছে এবং পুরনো সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা, ধর্মীয় সংস্কার, অন্ধতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তাই দেশটা খাতায় কলমে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের আচার-আচরণে ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না, তার পরের এই দীর্ঘ সাতাত্তর বছরেও যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চায় সংসদীয় দলগুলির গুরুত্ব দেয়নি। ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গায় রেখে সমাজজীবন, শিক্ষা, প্রশাসন, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা, সমাজের স্তরে স্তরে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটানোর মতো যে কাজগুলো একটা সমাজের গণতন্ত্রীকরণের আবশ্যিক শর্ত, তার একটিও কেন্দ্র বা বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় আসা দলগুলো করেনি। আজ তো কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা দলটি দেশ জুড়ে অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার, সংখ্যালঘু বিদ্বেষের প্রচার ও প্রসারে সরাসরি মদত দিচ্ছে। ফলে, একটি দুটি স্কুলের যে খবর সামনে এসেছে, দেশের প্রান্তে প্রত্যন্তে আরও স্কুলে এমন জিনিস চলছে না, এ কথা জোর দিয়ে বলার জায়গা নেই। সমাজ মানসিকতার গভীরে থেকে যাওয়া এই ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সত্যিই দূর করতে চাইলে, ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচাতে চাইলে, প্রতিটি সচেতন মানুষের ব্যক্তিগত উদ্যোগ যেমন প্রয়োজন, তেমনই দরকার রাজ্যে রাজ্যে, দেশ জুড়ে প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। পূর্বস্থলীর ঘটনা অশনিসঙ্কেতের মতো এ কথা নতুন করে জানিয়ে দিচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের আপত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অলিম্পিয়াড থেকে বাদ পড়ল ইজরায়েল

অনেকে বলেন, বৈজ্ঞানিক হিসেবে গবেষণা এবং শিক্ষাদানই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমরা এর উত্তরে বলতে চাই, বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা, তার উৎস মানবিকতা। সেই মানবিকতার গুরুত্বপূর্ণ দিক জীবনের কল্যাণসাধন ও সুস্থতা। আমাদের মানবিকতা বিক্রয়ের পণ্য নয়। আমরা যদি দিনের পর দিন চুপ করে থাকি, সেটা মানুষ হিসাবে নিজেদের দায়িত্বকে ফাঁকি দেওয়া হবে। বুদ্ধিজীবী হিসাবে জ্ঞানজগতকে রক্ষার যে দায় আমাদের ওপর বর্তায়, তাকেও অবমাননা করা হবে। কথাগুলো লিখেছেন অধ্যাপক মধুসূদন রামন এবং অদিতি দুদেজা (৪সেপ্টেম্বর, স্ক্রোল.ইন প্রকাশিত)। আগস্ট মাসে মুম্বইতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের (International Olympiad of Astronomy and Astrophysics) শেষে যে বিজ্ঞানীরা আগামী বছরের অলিম্পিয়াড থেকে ইজরায়েলকে বহিষ্কার করার দাবি জানিয়ে চিঠি দেন, তাঁদের মধ্যে মধুসূদন এবং অদিতিও ছিলেন, ছিলেন প্রথিতযশা পদার্থবিদ অশোক সেন সহ পাঁচশোর বেশি বিজ্ঞানী।

অলিম্পিয়াডের সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত এই দাবিপত্রের বক্তব্য ইজরায়েল রাষ্ট্র বছরের পর বছর গাজা ভূখণ্ডকে অবরুদ্ধ করে নারকীয় আক্রমণ চালাচ্ছে। এ পর্যন্ত ষাট হাজারের বেশি প্যালেস্টাইনের নাগরিক মারা গেছেন, যার একটা বিরাট অংশ শিশু। আহত, অসুস্থ মানুষের জন্য বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ত্রাণ এবং সাহায্য আটকে দিয়ে, শরণার্থী শিবির-হাসপাতাল-খাদ্যের গাড়ির উপর বোমা ফেলে, একের পর এক স্কুল-কলেজ ধ্বংস করে নজিরবিহীন বর্বরতার পরিচয় দিয়ে চলেছে ইজরায়েল। কোনও মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের পরোয়া তারা করছে না। এই পরিস্থিতিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে ইজরায়েলকে বহিষ্কার করা হোক। কিন্তু ইজরায়েলের সাধারণ ছাত্ররা যাতে ব্যক্তি হিসাবে তাদের শিক্ষকের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে, সেটাও বিজ্ঞানীদের চিঠিতে ছিল। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে অলিম্পিয়াডের পরিচালক বোর্ড এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ২০২৬ এর অলিম্পিয়াড থেকে রাষ্ট্র হিসেবে ইজরায়েলকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতিবাদী বিজ্ঞানীরা স্বভাবতই এই পদক্ষেপকে তাঁদের নৈতিক জয় হিসেবে দেখছেন। অন্য দিকে, শাসক দলের অনুগামী কিছু বিজ্ঞানী তাঁদের নিন্দায় সরব হয়ে, এমনকি শাস্তি দাবি করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। সেখানে এই বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে রাজনীতি করা এবং দেশকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলার অভিযোগ এনেছেন তারা। এর উত্তরে মধুসূদন সহ অন্যান্যরা বলেছেন, গাজাবাসীর ওপর পাশবিক নির্যাতনের সামনে ভারতের ধারাবাহিক নিষ্ক্রিয়তা, নিরাসক্ত মনোভাব, পরোক্ষে ইজরায়েলকে সমর্থন জুগিয়ে এসেছে এবং এগুলি দেশ হিসাবে গোটা বিশ্বের সামনে ভারতকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। বরং বিজ্ঞানীরা প্রতিবাদ করে এই নীরবতার কলঙ্ক দূর করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই একটি প্রতিবাদে ইজরায়েল পিছু হটবে, এমনটা তাঁরা মনে করছেন না, কিন্তু প্রতিবাদ তারা চালিয়ে যাবেন। দেশের এবং বিদেশের বিজ্ঞানী মহলকেও এই প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা যাতে ইজরায়েলের উপর চাপ তৈরি করা যায়। সম্প্রতি আরেকটি দাবিপত্রে গোটা বিশ্বের প্রায় ৪৫০০ বিজ্ঞানী এই ধ্বংসলীলা অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন, যার মধ্যে আছেন ১৪ জন নোবেল পুরস্কারজয়ী। গাজার পরিস্থিতিকে তাঁরা বর্ণনা করেছেন মানুষের তৈরি করা মানবিক বিপর্যয় হিসেবে।

গাজার নিরীহ জনসাধারণের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল যে হত্যালীলা চালাচ্ছে, নিন্দার কোনও ভাষাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। গোটা বিশ্বের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয়, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছেন। এ রকম একটা সংকটের মুহূর্তে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের এই প্রতিবাদ যেমন গভীর আশা জাগায়, তেমনই ইতিহাস থেকে শেখার বার্তাও দিয়ে যায়। অজস্র বিজ্ঞানীর মেধা, প্রতিভা, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল পারমাণবিক শক্তি একদিন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার হাতে মারণাস্ত্র হয়ে হিরোশিমা-নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের জীবন নিয়েছিল।

সেই ভয়ানক মারণযজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে বহু বিজ্ঞানী অসহায়ের মতো অনুভব করেছিলেন, রাষ্ট্রের হাতে তারা পুতুল বনে গেছেন। তাঁদের আবিষ্কার যত মূল্যবানই হোক, তা মানুষের কল্যাণে লাগবে নাকি সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংস করবে, তা ঠিক করার কানাকড়ি ক্ষমতাও বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। আবার আইনস্টাইন, মেরি কুরি, আমাদের দেশে সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহার মতো মহান মানবতাবাদী বিজ্ঞানীরা নিজেদের শুধু গবেষণাগারের চৌহদ্দিতে আটকে রাখেননি, সাধ্যানুযায়ী সম্পৃক্ত থেকেছেন সমাজ-রাজনীতি-ঘটমান বিশ্বের সাথে, প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ভূমিকা নিয়েছেন সমাজপ্রগতির পক্ষে।

আজকের সংকটদীর্ণ পৃথিবীও দাঁড়িয়ে বারুদের স্তূপের ওপর। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-অধ্যাপক-বিজ্ঞানী যেই হোন না কেন, তিনি নীরব থেকে যুদ্ধবাজ শাসকের পক্ষ নেবেন, নাকি সংগ্রামী মানুষের প্রতিরোধের পাশে সোচ্চারে দাঁড়াবেন, ঠিক করতে হবে তাঁকেই।

ঐতিহ্যশালী মুক্ত চিন্তার পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সংকটে

আমেরিকার আইভি লিগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিগুলিসহ বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এক সময় নানা নতুন চিন্তা ও তর্ক-বিতর্কের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, মানুষের সমাজ ও জীবনকে পুরনো কাঠামো ভেঙে নতুন উন্নততর আঙ্গিকে দাঁড় করিয়েছিল সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধীন চিন্তার পরিসর আজ সংকুচিত হতে চলেছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ইহুদিবাদ বিরোধী প্রচার চলছে, এই অজুহাতে সরকার গবেষণার জন্য বরাদ্দ দুই বিলিয়ন ডলার ছাঁটাই করেছে। এই নিয়ে মার্কিন ফেডারেল কোর্টে মামলা হয়। গত ২১ জুলাই বোস্টনের জনাকীর্ণ কোর্টরুমে বিচারক ট্রাম্পের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, ক্যান্সার চিকিৎসার গবেষণার জন্য বরাদ্দ টাকা বাতিল করে কী ভাবে ক্যাম্পাসে ইহুদি বিরোধিতা বন্ধ হতে পারে?

উত্তরে ট্রাম্পের আইনজীবী বলেন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনের এই ক্ষমতা আছে। ইহুদিবাদ বিরোধিতার শাস্তি দিতে এটা প্রয়োজন।

বিচারক প্রশ্ন করেন, আপনারা কিসের ভিত্তিতে বলছেন, প্রতিটি গবেষক এর সাথে যুক্ত? আপনারা কি এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ দাখিল করেছেন? এটা তো কষ্টকল্পিত! হার্ভার্ডের আইনজীবী বলেন, আমেরিকার প্রশাসনের সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সম্পর্ক দীর্ঘ আট দশকের। চিকিৎসা থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণার জন্য বরাদ্দের ছাঁটাই ইহুদিবাদ বিরোধিতায় কী ভাবে প্রভাব ফেলবে?

ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে কোর্টে কোনও সদর্থক রায়ের সম্ভাবনা না দেখে ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোসালে' পোস্ট করেন, বিচারক পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রয়োজনে তিনি উচ্চ আদালতে যাবার প্রস্তুতি নেবেন। এ ভাবেই মার্কিন কংগ্রেসের চাপে ২০২৪ সালে হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়ান গেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। একই ভাবে কলম্বিয়া সহ আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, যারা গবেষণার জন্য সরকারি, বাজেটের উপর নির্ভরশীল, তাদের এই হুমকির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। শুধু বাজেট ছাঁটাই নয়, যে বিদেশি ছাত্রদের গবেষণা দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার জ্ঞানচর্চা এবং অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করেছে, প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলের হামলার বিরোধিতা করায়, তাদের ভিসার ব্যাপারে সরকার কড়াকড়ি করার উদ্যোগ নিয়েছে। বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগুলিতে জাত, লিঙ্গ বৈষম্য বা বিদেশনীতি নিয়ে দক্ষিণপন্থী প্রশাসনের সমালোচনামূলক যে কোনও বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার হুমকি দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ু সক্রিয়তা বা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তথা উপনিবেশ মুক্তির বিষয় নিয়ে গবেষণা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী বলে ভেটো দিয়ে সরকার বন্ধ করে দেয়। এই সমস্ত প্রশ্ন তুললে আইন ফ্যাকাল্টির অধ্যাপকদের 'ব্ল্যাক লেটার ল' (প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রথা) ভঙ্গ করার নামে সমালোচনা করা হয়।

বর্তমানে ভারতীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও মুক্তচিন্তার ধারকদের নিশানা করে শাসকবিরোধী চিন্তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পুলিশ হানা দেয়। জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, যা এক সময় স্বাধীন চিন্তার কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হত, এখন প্রায়শই তার উপর দেশদ্রোহীর তকমা দেওয়া হয়।

২০২৩-এ ইউজিসির মাধ্যমে 'ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম'-এর নামে কিছু অবৈজ্ঞানিক বিষয় সিলেবাসে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে, যা শাসক বিজেপির হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী অ্যাজেন্ডা— যা বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মনকে মেরে দিয়ে অন্ধতা-গোঁড়ামির প্রসার ঘটাবে।

সার্ক প্রতিষ্ঠিত 'দি সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি'তে একজন ফ্যাকাল্টি সদস্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর গাইডেন্সে একজন গবেষক ছাত্র গবেষণাপত্রে বিশ্ববিখ্যাত ভাষাবিদ নোয়াম চমস্কি মোদি সরকারের সমালোচনায় কী বলেছিলেন তার উল্লেখ ছিল। একই জিনিস দেখা যাবে ইউরোপে হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বাহরিন পর্যন্ত। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণপন্থী নেতা ভিক্টর আরবান ঐতিহ্যমণ্ডিত 'সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি'র মূল ক্যাম্পাসটি রাজধানী বুদাপেস্ট থেকে ভিয়েনায় পাঠিয়ে দেয়। ২০১৬ সালে সন্ত্রাস দমনের নামে কুর্দিশদের উপরে তুর্কি সরকারের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে হাজার হাজার শিক্ষাবিদ পিস পিটিশনে স্বাক্ষর করলে সরকার তাঁদের কর্মচ্যুত করে। পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলিতে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং মহিলাদের সামাজিক স্বাধীনতার অভাব যথার্থ শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ তো দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর সরাসরি বাধা। তার সাথে আপাত শান্ত অথচ পরিপূর্ণ ধ্বংসাত্মক বাজারি অর্থনীতি শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেতর থেকে আক্রমণ করে শিক্ষার মর্মবস্তুকে নষ্ট করে ফেলছে। উচ্চশিক্ষায় 'মূল্যায়ন পদ্ধতি', 'পেটেন্ট তৈরি', 'বাজারি চাহিদা মেটানো' আজ বিশ্ববিদ্যালয়কে কর্পোরেট সত্তায় পরিণত করেছে। এখানে ছাত্র হচ্ছে ক্রেতা, ফ্যাকাল্টি সদস্যরা পরিষেবা প্রদানকারী-- যাদের প্রয়োজনমতো সরিয়ে দেওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিরা বাজারের প্রয়োজনকে গুরুত্ব বেশি দেয়।

সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্রের অন্ধকার যুগকে ভেঙে একসময় রেনেসাঁর আলোকে আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। তার ধারাবাহিকতায় সপ্তদশ শতক থেকে বিশ্বজুড়ে আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে এই ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সৃষ্টি। তারা শুধু প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসেবে আধুনিক সভ্যতা ও সমাজকে তোলার কাজ করেনি, প্রতিনিয়ত উন্নত চিন্তার সংঘর্ষে সভ্যতাকে আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের মুনাফালিপ্সা সমগ্র মানব সভ্যতার অগ্রগতির সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তাই যে বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ সেই বিজ্ঞানের গলা টিপে ধরছে। তাই বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আজ চরম সংকটে। তাদের গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থের, জন্য তাদের দ্বারস্থ হতে হয় সরকারি প্রশাসনের। আর সেখানেই কর্পোরেট স্বার্থবাহী সরকারি প্রশাসন শর্ত আরোপ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তচিন্তার পরিসরে লাগাম পরাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু আশার কথা, বিশ্বজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপকরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। আর তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন বিশ্বের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 8 Bengali Weekly September 19, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিপ্লবী যতীন দাসের শহিদ দিবস উদযাপন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অনন্য সাধারণ বিপ্লবী যতীন দাসের ৯৭তম শহিদ দিবস পালিত হল ১৩ সেপ্টেম্বর। ১৯২৯ সালের ওই দিনটিতেই লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর মাত্র ২৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর আত্মোৎসর্গের দিনটিকে স্মরণ করে উত্তর কলকাতায় সিকদার বাগান স্ট্রিটে তাঁর জন্মস্থানের পাশে শহিদের মূর্তিতে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয় (ছবি)। দক্ষিণ কলকাতার হাজরায় যতীন দাস পার্কে শহিদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতি ও শহিদ যতীন দাস কালচারাল ফোরামের পক্ষ থেকে শহিদের মূর্তিতে মাল্যদান ও অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধিত করা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্য সেন সহ বহু বিপ্লবীর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন প্রসাদরঞ্জন দাশ সহ বিপ্লবী পরিবারের সদস্যরা। সভাপতিত্ব করেন সুবীর কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন শহিদ যতীন দাস কালচারাল ফোরামের উপদেষ্টা করুণা ভট্টাচার্য, দিলীপ হালদার, সম্পাদক অর্কদ্যুতি সরকার, দক্ষিণ কলিকাতা জনস্বার্থ রক্ষা মঞ্চের সম্পাদিকা স্বাতী ঘোষ। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন দক্ষিণায়ণ কলা সঙ্গমের ছাত্রীরা। আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

মানবতার শত্রু ইজরায়েলের সঙ্গে চুক্তি ভারতের
তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ইজরায়েল যখন সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ফ্যাসিস্ট হিটলারের পথ অনুসরণ করে প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর হত্যালীলা চালাচ্ছে, হাজার হাজার শিশু, নারী ও পুরুষকে হত্যা করছে, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ সমস্ত বাড়ি-ঘর ধ্বংস করছে, তখন ভারত সরকার ইজরায়েলের অর্থমন্ত্রীকে আপ্যায়ন করছে এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি।

আগরতলায় নাইট ক্লাব খোলার প্রতিবাদ

ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার প্রাণকেন্দ্রে বেশ কিছু গার্লস স্কুল-কলেজ-হোস্টেল এবং মনীষীদের নামাঙ্কিত ভবন রয়েছে। সেখানে একটি সরকারি অফিসের ওপরে বার কাম নাইট ক্লাব খোলার তীব্র প্রতিবাদ জানাল এআইএমএসএস, এআইডিওয়াইও, এআইডিএসও। সংগঠনগুলির যৌথ বিক্ষোভে দাবি তোলা হয়— অবিলম্বে নাইট ক্লাব ও বার বন্ধ করতে হবে, কোনও অজুহাতেই রাজ্যে এগুলি খোলার অনুমতি দেওয়া চলবে না এবং মদ, মাদক দ্রব্য ও মদের দোকান নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ।

পশ্চিম বর্ধমানে রাজনৈতিক ক্লাস

২৫ আগস্ট পশ্চিম বর্ধমানের ইছাপুর প্রগতি হলে দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে রাজনৈতিক ক্লাস হয়। পরিচালনা করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রতন কর্মকার

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারি শরিফে প্রগতি নাট্যমঞ্চে ১৪ সেপ্টেম্বর দলের একটি রাজনৈতিক ক্লাস হয়। পরিচালনা করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড বাদল সরদার

প্রকাশিত হয়েছে

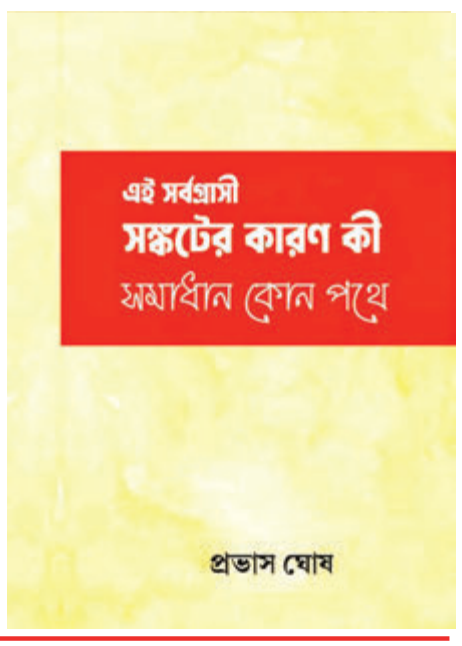

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com